ঢাকা: শুক্রবার, ১৮ই আষাঢ়, ১৩৯৩ দৈনিক ইত্তেফাক ৬

তারিখ ... 04 JUL 1986 ... পৃষ্ঠা ... ৬ কলাম ...
১৮ই আষাঢ় ১৩৯৩ বাং
4 JUL 1986

কলেজগুলি শিক্ষক স্বল্পতা ও আসবাবের অভাবসহ বিভিন্ন সমস্যার আবর্তে

আর্থিক সংকট, শিক্ষক স্বল্পতা, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের অভাব, শ্রেণীকক্ষে স্থানাভাব, পাঠাগারে বই-পুস্তকের অভাব, জরাজীর্ণ গৃহ, হোষ্টেল সমস্যা ইত্যাদি কারণে বিভিন্ন এলাকার বেশ কয়েকটি কলেজে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া ব্যাহত হইতেছে।

মানিকগঞ্জের ৯টি বেসরকারী কলেজ

মানিকগঞ্জের সংবাদদাতা জানান, হরিরামপুর উপজেলার কোড়ী কলেজ, ঘিওর উপজেলার তেরশ্রী কলেজ, দৌলতপুর উপজেলার বাঁচামারা বিবিসি কলেজ, তালুকনগর কলেজ, সিঙ্গাইর উপজেলার সিঙ্গাইর কলেজ, শিবালয় উপজেলার মহাদেবপুর কলেজ ও মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার খাবাশপুর কলেজসহ জেলার ৯টি বেসরকারী কলেজে সমস্যার অন্ত নাই। প্রয়োজীয় শ্রেণীকক্ষ না থাকা, চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ ও অন্যান্য আসবাবপত্রের অভাব, ছাত্রবাস সমস্যা, খাবার পানির সুব্যবস্থা না থাকা, প্রয়োজনীয় বই-পুস্তক ও খেলাধুলার সাজসরঞ্জামের অভাব, আর্থিক সংকট ইত্যাদি সমস্যার মধ্য দিয়া কোনরকমে কলেজগুলি টিকিয়া আছে। তেরশ্রী কলেজের কয়েক একর জমি জনৈক ব্যক্তি ভুয়া কাগজপত্রের মাধ্যমে আত্মসাৎ করার চেষ্টা চালাইতেছে বলিয়া অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। কলেজ গৃহে সিলিং না থাকায় গরমে ও বৃষ্টিতে ছাত্র-ছাত্রীদের অসুবিধা হয়। তেরশ্রী কলেজসহ কয়েকটি কলেজের শিক্ষকদের কয়েক মাসের বেতন বাকী পড়িয়াছে।

গাইবান্ধা সরকারী মহিলা কলেজ

গাইবান্ধার সংবাদদাতা জানান, গাইবান্ধা সরকারী মহিলা কলেজে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক-কর্মচারীর অভাব প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের অভাব, পাঠাগারে বই-পুস্তকের অভাব এবং গবেষণাগারে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির অভাবে ছাত্রীদের লেখাপড়া বিঘ্নিত হইতেছে। টিনের গুদাম ঘরে অসহ্য গরমে ছাত্রীদের ক্লাস করিতে হয়। বর্ষার সময় জরাজীর্ণ টিনের চাল দিয়া বৃষ্টির পানি পড়ে। ঘর ভাঙ্গিয়া যে কোন সময় দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে। বেঞ্চের অভাবে কোন কোন ক্লাসে ছাত্রীদের দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়। কলেজটি সরকারীকরণের পর শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতনের নিশ্চয়তা ছাড়া আর কোন উন্নতি হয় নাই বলিলেই চলে।

দিনাজপুর সরকারী কলেজ

দিনাজপুরের সংবাদদাতা জানান, দিনাজপুর সরকারী কলেজের প্রাণীবিদ্যা বিভাগে ৭ জন শিক্ষক থাকার কথা থাকিলেও বর্তমানে মাত্র ৩ জন শিক্ষক রহিয়াছেন। এদিকে কলেজের প্রশাসনিক ভবনটি ব্যবহারের প্রায় অনুপযোগী হইয়া পড়িয়াছে। ভবনের ছাদে ফাটল ধরিয়াছে। যে কোন মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে। ভবনে স্থানাভাব সমস্যা রহিয়াছে। কলেজে কর্মচারীর সংখ্যাও কম।

কুড়িগ্রাম সরকারী মহিলা কলেজ

কুড়িগ্রামের সংবাদদাতা জানান, কুড়িগ্রাম সরকারী মহিলা কলেজের বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে শ্রেণীকক্ষের অভাব, আসন স্বল্পতা, হোষ্টেল সমস্যা ও ছাত্রী পরিবহন সমস্যা প্রধান সমস্যা হইয়া দেখা দিয়াছে। ছাত্রীদের কমন রুমের কাজে হাত দেওয়া হইলেও প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে উহা অসমাপ্ত রহিয়া গিয়াছে।

নবাবগঞ্জ ও দোহারের ২টি কলেজ

নবাবগঞ্জের (ঢাকা) সংবাদদাতা জানান, নবাবগঞ্জ উপজেলা সদরে অবস্থিত দোহার-নবাবগঞ্জ কলেজে বাউণ্ডারী ওয়াল নাই। কলেজে আসবাবপত্রের অভাব প্রকট, লাইব্রেরী ও কমন রুম নাই, নলকূপ প্রায়ই বিকল থাকে। খেলাধুলার সাজসরঞ্জামের অভাব রহিয়াছে। কলেজে ভাইস প্রিন্সিপালসহ শিক্ষক-কর্মচারীর কয়েকটি পদ খালি রহিয়াছে। কলেজটি সরকারীকরণের জন্য এলাকাবাসী দীর্ঘদিন যাবৎ দাবী জানাইয়া আসিতেছে। কলেজ ছাত্রাবাসে স্থানাভাব সমস্যা রহিয়াছে। সম্প্রতি এলাকার বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সমাজসেবী এ, কে, এম আবদুল হালিম কলেজের জন্য ৫০ শয্যার একটি পাকা ছাত্রাবাস নির্মাণ করিয়া দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। এদিকে দোহার উপজেলা সদরে অবস্থিত জয়পাড়া কলেজটিও শিক্ষক, শ্রেণীকক্ষ, কমন রুম ও আসবাবপত্রের অভাব সহ নানা সমস্যায় জর্জরিত।

রাজবাড়ী কলেজ

রাজবাড়ীর সংবাদদাতা জানান, রাজবাড়ী কলেজে ছাত্রাবাসে স্থানাভাবে অনেক ছাত্রকে বাসা ভাড়া করিয়া অথবা পেয়িংগেষ্ট হিসাবে থাকিতে হয়। মেয়েদের জন্য হোষ্টেল না থাকায় অনেক ছাত্রীর পক্ষে কলেজে ভর্তি হওয়া সম্ভব হয়না। ছাত্রীদের হোষ্টেলের ব্যবস্থা, শ্রেণীকক্ষ বৃদ্ধি এবং আরও অধিক সংখ্যক শিক্ষকের ব্যবস্থা করা হইলে কলেজে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইত বলিয়া অভিভাবক মহল মনে করেন। প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে কলেজের উন্নয়ন সম্ভব হইতেছে না।

মহিলা কলেজ না থাকায়

শরীয়তপুর হইতে জনৈক সংবাদদাতা জানান, শরীয়তপুর জেলায় কোন মহিলা কলেজ না থাকায় এলাকার বহু ছাত্রী উচ্চ শিক্ষা লাভের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইতেছে। জেলার বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় হইতে প্রতি বৎসর কমপক্ষে দেড় হাজার ছাত্রী এস এস সি পাস করিয়া থাকে। জেলার বিভিন্ন কলেজে প্রতি বৎসর প্রায় ৫ শত ছাত্রী ভর্তি হইলেও মহিলাদের জন্য আলাদা কলেজ না থাকায় অনেক অভিভাবক এস এস সি পাস করার পর তাহাদের উচ্চ শিক্ষা বন্ধ করিয়া দেন।

ছাত্রী নিবাসে সমস্যা

কুমিল্লার সংবাদদাতা জানান, কুমিল্লা সরকারী মহিলা কলেজের ছাত্রী নিবাসে সমস্যার অন্ত নাই। ছাত্রী নিবাসে স্থান সংকুলান সমস্যা প্রকট। শয্যা সংখ্যা মাত্র ১২৭টি। বর্তমানে আবাসিক ছাত্রীর সংখ্যা দুই শতাধিক। একজনের থাকার উপযোগী শয্যায় দুইজন করিয়া ছাত্রীকে থাকিতে হয়। হোষ্টেলে থাকার সুযোগ না পাওয়ায় অনেক ছাত্রীর পক্ষে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। ইহাছাড়া, ছাত্রীনিবাসে পানির সংকট, প্রয়োজনীয় শৌচাগার ও বাথ রুমের অভাব, ঝি বাবুর্চির অভাব, খাবার ঘরে স্থানাভাব, চেয়ার টেবিলের অভাব গ্যাস সরবরাহের ব্যবস্থা না থাকা, গেটে সরকারী কোন দারোয়ান না থাকা, মিলনায়তন ও ক্যান্টিন রুমের অভাব ইত্যাদি সমস্যা রহিয়াছে।

ছাত্রাবাস সমস্যা

মাদারীপুরের সংবাদদাতা জানান, সরকারী নাজিম উদ্দিন কলেজের ছাত্রাবাসে স্থানাভাবে বিশেষ করিয়া দূর দূরান্তের ছাত্রদের খুবই অসুবিধায় পড়িতে হয়। ইতিপূর্বে কলেজে ৩টি ছাত্রাবাস থাকিলেও বর্তমানে ২টি ছাত্রাবাস আছে। একটি ছাত্রাবাস সম্প্রতি অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়। বর্তমানে জরাজীর্ণ ছাত্রাবাসে মাত্র ৫০ জন ছাত্র থাকার ব্যবস্থা আছে। ছাত্রাবাসে স্থান না পাওয়ায় বহু ছাত্রকে মেসে অথবা অন্যত্র থাকিতে হয়। ইতিপূর্বে মহামান্য প্রেসিডেন্ট মাদারীপুর সফরে আসিয়া একটি আধুনিক ছাত্রাবাস নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু ইহার পর দীর্ঘদিন চলিয়া গেলেও ছাত্রাবাস নির্মাণের কোন উদ্যোগ নাই।

ডিগ্রী কলেজ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ

নেত্রকোনার সংবাদদাতা জানান, নেত্রকোনা মহিলা কলেজ ডিগ্রী কলেজ হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুমোদন লাভ করিয়াছে। ১৯৮৪ সালে এই কলেজে ডিগ্রী কোর্স চালু হইলেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুমোদন না পাওয়ায় এই কলেজে ২ বৎসর লেখাপড়া করিয়া ৩০ জন ছাত্রীকে পূর্বধলা ডিগ্রী কলেজের অধীনে পরীক্ষা দিতে হয়। নেত্রকোনা সরকারী কলেজ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত এই পরীক্ষায় ৩০ জন ছাত্রীর মধ্যে ১২ জন দ্বিতীয় বিভাগে ও ১২ জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয় এবং ৪ জন রেফার্ড পায়। ডিগ্রী কলেজ হিসাবে অনুমোদন পাওয়ায় এই বৎসর মহিলা কলেজের ৪৫ জন বি এ পরীক্ষার্থিনী এই কলেজ হইতেই পরীক্ষা দিতে পারিবে।

নূতন কলেজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

রংপুরের সংবাদদাতা জানান, গত ২৮শে মে বামন ডাঙ্গায় আবদুল হক মহাবিদ্যালয় নামে একটি নূতন কলেজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়। সংসদ সদস্য জনাব ফজলে রাব্বি এই নূতন কলেজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

মহিলা কলেজ উদ্বোধন

সুনামগঞ্জের সংবাদদাতা জানান, গত ১০ই জুন সুনামগঞ্জে চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার জনাব আলী হায়দর খান সুনাম-